দাওয়াতি নেসাব

{দা'য়ীদের জন্য দাওয়াতি কাজের মূলনীতি, নিয়ম ও তারতীব অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াতি কাজের কর্মীদের জন্য কাজের কর্মপদ্ধতি।}

হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)
খলিফা : মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
পরিচালক : জামিয়াতুল ইমাম শাহ্ওলিউল্লাহ্,ফুলাত,ইউপি,ভারত

সংকলন
মুফতী মুহাম্মদ রওশন শাহ কাসেমী
মুহতামিম, দারুল উলূম সুনূরী, মহারাষ্ট্র, ভারত

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
www.jubaerahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২০ ইং.

দাওয়াতি নেসাব
❖ হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী, **অনুবাদ:** মুফতি যুবায়ের আহমদ
প্রকাশক : আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
❖ **স্বত্ব:** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবেন
❖ **কম্পোজ :** আবু নাঈমা

প্রপ্তিস্থান
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
ও বায়তুল মোকার্‌রমসহ বিভিন্ন লাইব্রেরি
WWW.JUBAERAHMAD.COM
WWW,KHUTBAHTV.COM
WWW.2MINUTESHOP.COM

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোন কিছুই কোনও ক্ষতি করতে পারে না। সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা, যা তিনি পছন্দ করেন ও চান । আল্লাহ তাঁর রাসুলের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরন করুন।

আমার সন্মানিত শায়খ দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহু কে আমি এই জামানার দা'য়ী মুজাদ্দিদ মনে করি, আল্লাহই তাকে ভাল জানেন (তিনি তার পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষক), আল্লাহর উপরে আমি কাউকে ভাল বলছি না। আমি তাকে মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুনের অধিকারী মনে করি। আমার শায়খ তাঁর পুরো জীবন একটি গালিচার মত দাওয়াতের পথে বিছিয়ে দিয়েছেন। এই গালিচা বিছাতে গিয়ে আমার শায়খ প্রতিটি কোন, বাঁক আর ধুলিকনাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন আল্লাহ তাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন তা পুরোপুরি ব্যাবহার করেন। আমরা যদি আমাদের মঞ্জিলে মাকসুদে দ্রুত পৌঁছাতে চাই তবে এই বইয়ে প্রকাশিত বিষয়বস্তু তথা হজরতের খুতবাটি হচ্ছে সময়োপযোগী দাওয়াতি ইস্তেহার বা ম্যানিফেস্টো। হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে উপকৃত হন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও লেখককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনা যোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবো।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও লেখককে তাঁর ক্ষমাযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

দীর্ঘদিন থেকে দা'য়ীদের ময়দানে কাজের উসুল নিয়মকানুন কী হবে এ নিয়ে ফিকির চলছিল, বিশ্বাখ্যাত দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব দা.বা. এর কাছেও বিষয়টি বেশ কয়েকবার পেশ করেছি। ২০১৯ সালে হজের সফরে অধমকে হযরত বললেন, আপনার কাছে কি দাওয়াতী নেসাব বইটি পৌঁছেছে? আমি উত্তরে বললাম, জ্বী না, এখনো পৌঁছেনি। তখন হযরত আমার হোয়াটসঅ্যাপে দাওয়াতি নেসাবের পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দেন। এটা অনুবাদ করে দায়ীদের খেদমতে পেশ করার নির্দেশ দিলেন।

অনেকদিন থেকেই অনুবাদের কাজ করব বলে মনে করি, কিন্তু ধারাবাহিক দাওয়াতী সফর ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কাজটি ধরা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ রমজানুল মোবারক এতেকাফে বসে বইটির অনুবাদের কাজ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন হয়। এই বইটি দায়ীদের জন্য একটি অনেক বড় পাথেয়। এই বইটিতে রয়েছে একজন দায়ী ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিকভাবে কিভাবে দাওয়াতী কাজ করবে, তার উসুল ও নিয়ম কানুন। এই নিয়ম কানুনের উপর চলতে পারলে খুব সহজেই দাওয়াতী কাজ করা যাবে।

বইটি ভাষা সম্পাদনার কাজ করেছেন আমাদের প্রিয় নওমুসলিম ভাই সুজিত আব্দুল্লাহ। আল্লাহ তাকে কবুল করুন।

পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ সকলকে দাওয়াতের জন্য কবুল করুন। ভুল মানুষেরই হয়। কারো দৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল ধরা পরে, তাহলে আমাদেরকে যানালে পরবর্তী সংস্করণ ঠিক দিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখক-পাঠক-প্রকাশকসহ সকলকে কবুল করুন। সকল প্রকার অনিষ্ঠতা থেকে হেফাজত করুন আমীন।

যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪

সংকলকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

দুনিয়ার প্রতিটি কাজ কোন না কোন নিয়ম-কানুন বা নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মূলনীতি বা নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি যে, প্রত্যেক জায়গায় এর গুরুত্ব অনুভব করা যায়। যে স্থানে নিয়ম-কানুন নেই, কাজের কোন মূলনীতি নেই, সে কাজের দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়।

আলহামদুলিল্লাহ্ ! হযরত দা'য়ীয়ে ইসলাম দা.বা.-এর তত্ত্বাবধানে দেশ-বিদেশে অমুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে দাওয়াতি কাজ চলছে। এমন অনেক মানুষ যারা খুব এখলাসের সাথে অনেক আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে দাওয়াতি কাজ করছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের মত করে কাজ করছেন। দেশ-বিদেশে দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অথচ, দাওয়াতি কাজের নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি সংকলিতভাবে উপস্থিত নেই। তাই, এই অধম তিন-চার বছর থেকে হযরত দা'য়ীয়ে ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের কাছে কাজের নিয়ম-কানুন ঠিক করার জন্য আবেদন করছিল। এদিকে দা'য়ী সাথীরা দাওয়াতি কাজের নিয়ম কানুনের জন্য বারবার আমাকে তাকাযা দিচ্ছিলেন- এই অধম যেন হযরতের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করে। হযরত দা'য়ীয়ে ইসলামের আখলাক এবং স্বভাবে বিনয় ও ইনকিসারী থাকার কারণে তিনি বলতেন, আমাদের কাজই বা এমন কি যার জন্য নিয়ম-কানুন রাখতে হবে।

আমি কিছুদিন পর বিষয়টি হযরতকে আবার স্মরণ করিয়ে দেই। তখন হযরত বলেন- তাবলীগ জামাতের যে মূলনীতি আমাদেরও একই মূলনীতি। আমি নিবেদন করলাম, ঈমানওয়ালাদের আর ঈমানহীন লোকদের মাঝে কাজের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাই এই কাজের নিয়ম কানুন ও মূলনীতি সংকলন হওয়া উচিত ।

আল্লাহর ফজলে হযরত দা'য়ীয়ে ইসলামের সাথে ওমরার সফর হয়। একদিন মসজিদে নববীতে বসে বিষয়টি আবার হযরতকে এই অধম স্মরণ করিয়ে দেয়; হযরত নীরব ছিলেন।

একই সফরে মসজিদে নববীতে বারবার আমাদের অনুরোধে মহারাষ্ট্রের জেলাগুলোতে হযরত দা'য়ীয়ে ইসলামের ৫ দিনের একটি সফর ঠিক করা হয়। ওমরার সফর থেকে ফেরার সময় অধম হযরতের কাছে আবেদন করল, ১-৫ দিনের সফরে চারদিন দাওয়াতি প্রোগ্রাম হতে পারে, আরেকদিন দারুল উলুম সানুরিতে পুরোনো দা'য়ীদের জোড় হলে সেখানে

দাওয়াত এর মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন যদি ঠিক করা হয় তাহলে মনে হয় ভালো হবে।

এই অধমের বারবার অনুরোধে হযরত সম্মতি প্রকাশ করেন। এ দিকে অধম দাওয়াতি সাথীদের সাথে পরামর্শ করে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে। হযরত দা'য়ীয়ে ইসলাম সেই প্রশ্নপত্রের যে উত্তর প্রদান করেছিলেন, সেই উত্তরগুলোকেই দাওয়াতি কাজের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন হিসেবে আপনাদের সামনে পেশ করছি। প্রায় পাঁচ মাস পূর্বেই এই নেসাবের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু হযরতওয়ালা অক্লান্ত ব্যস্ততার কারণে নজরে সানি করার সুযোগ পাননি ।

রমজানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরিতে ইতেকাফের সময় মাওলানা সাদ ফুলাতী সাহেব এবং অন্যান্য দাওয়াতি সাথীদের আবেদন হযরত কবুল করেন। অত:পর পুনরায় বইটি সম্পাদনার পর অনুমোদন দেন। ফুলাত জেলার মুজাফফরনগরে ২৯ রমজানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরিতে একটি মজলিসে তা পড়ে শোনানো হয়।

দা'য়ী বন্ধুদের প্রতি আবেদন রইলো- যদি এমন কোন বিষয় নজরে পড়ে যা দাওয়াতি নেসাবে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখানে তা ছুটে গিয়েছে, তাহলে লিখিত আকারে আমাদেরকে জানাবেন। আগামী সংস্করণে তা প্রকাশের জন্য হযরত ইসলামের সাথে পরামর্শ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ চাইলে কাজ সামনে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবেন ইনশাআল্লাহ।

এই নেসাবের সম্পাদনার কাজ করেছেন মাওলানা মুফতি সিরাজ আহমদ নদভী প্রতাবগড়ী সাহেব (বর্তমানে মুম্বাইয়ের মুকিম) এবং মাওলানা মুফতি জুনায়েদ সাহেব আশরাফী দারুল উলুম সানুরী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এই দুজন ভাইসহ অন্যান্য সহযোগীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

পরিশেষে দোয়া চাই- আল্লাহ তাআলা যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। দাওয়াতের নববী পদ্ধতি এবং এই নেসাবে লিখিত উসূলগুলো খেয়াল রেখে কাজ করার তৌফিক দান করেন।

পাশাপাশি এই নেসাব ও নেযামকে দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারণের মাধ্যম বানিয়ে দিন। وما ذلك على الله بعزيز

ওয়াসসালাম

বান্দা মোহাম্মদ রৌশন কাসেমী

৬ শাওয়াল ১৪৪০হিজরী

১০ জুন ২০১৯

রোজ সোমবার

ভুমিকা

[৫ জমাদিউস সানি ১৪৪০ হিঃ মোতাবেক ১০-২-২০১৯ রবিবার যোহর থেকে আছর পর্যন্ত। স্থান: দারুল উলুম সনুরি, জেলা : মহারাষ্ট্র , ভারত-এ দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা. এর মাশোয়ারায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-]

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম দা'য়ীয়ে ইজাম ও সুধিবৃন্দ! আমরা এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি। এটাই মুলত দ্বীন ও ইবাদাত যা আল্লাহ পাকের কাছে গৃহীত হয় ।

হযরত মাওলানা মানজুর নোমানী রহ: হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ:- এর অনেকগুলো মালফুজাত একত্রিত করেছেন। তারমধ্যে একটি হল এমন- এক বড় বুজুর্গ ছিলেন; আল্লামা শেরানী রহ:। তিনি বলেন, দুনিয়ার এই জমিনে আল্লাহ তায়ালার যেসকল আহকামাত প্রয়োগ হওয়া ও আমল হওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেগুলো যদি আমল না হয়, বরং যে সকল পাপ কর্ম না হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো যদি চলতে থাকে, আর এমন মূহুর্তে এ বিষয়টি সমাধানের উদ্দেশ্যে যদি কোন মুসলমান মনোযোগী হয়, নিজের মধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা ফিকির তৈরি করে এবং এর উপরই নিজ ফিকির ও জজবাকে জমিয়ে রাখে, এটাই যদি থাকে তার জল্পনা-কল্পনা, এমনকি সে এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় ও তার উপরই অটল-অবিচল থাকে। তিনি বলেন - তাহলে সে কুতুবের মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

যে কাজ আল্লাহর কাছে সবচে বেশি পছন্দনীয়, জমিনের উপর যে কাজ সবচেয়ে বেশি হওয়া দরকার তা হলো- তাওহীদের স্বীকৃতি অর্থাৎ ঈমান। আর যে কাজ সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয়, যা হওয়া একেবারেই উচিত না, তা হল- কুফর ও শিরক।

আল্লাহর জমিনে শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা কখনো হবে না। আমরা যদি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, নিজের মধ্যে ফিকির তৈরী করি, অস্থিরতা সৃষ্টি করি, তাহলে আল্লাহর নৈকট্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এমনকি নৈকট্যের সর্বোচ্চ মর্যাদার উপর আমাদের মৃত্যু হবে। এটাই হলো কুতুবিয়্যাতের মর্যাদার তাৎপর্য। আমরা যদি এই নিয়তে এখানে বসি, তাহলে ইনশাআল্লাহ- আমাদের বসাও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হয়ে যাবে।

{দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুম এর তত্ত্বাবধানে ভারতের মহারাষ্ট্রে দা'য়ীদের মাশোয়ারায় নিম্নের কর্মপদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন ঠিক করা হয়েছে। বাকি যখন যেখানে যা প্রয়োজন হবে সেগুলো ওলামায়ে কেরাম এবং বড়দের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবো ইনশাআল্লাহ । }

দাওয়াতের নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি

উমুর:-১ দৈনন্দিন পরামর্শের তরতীব কী হবে ?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দৈনন্দিন একটি মাশোয়ারা হবে। দা'য়ীগণ নিজেদের সময়-সুযোগ অনুযায়ী কোন এক নামাজের পর সময় ঠিক করে নিবে, যে সময় সবার পক্ষে একত্রিত হওয়া সহজ হয়। যেমন ফজরের পর বা এশার পর। এমন সময় মাশোয়ারা করা যখন অন্য কোন প্রোগ্রামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

উমুর-২: দৈনিক মাশোয়ারার তরতীব কী হবে ? কী ধরণের ফিকির হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: (১) প্রত্যেক দা'য়ী এক বা দুই জন মাদউর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সামনে ইসলাম পেশ করবে আর দুই একজন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করে তাদের দাওয়াতি জেহেন তৈরি করবে।

(২) গতকাল কী কাজ হয়েছে তার কারগুজারী সামনে চলে আসা। আগামীকাল কী কাজ করবো তা নিয়েও পরামর্শ করা। এতটুকু নেসাব প্রত্যেক দা'য়ী নিজের মধ্যে বাধ্য করে নিবে। মাশোয়ারার পর সংক্ষিপ্ত দোয়া করে গাস্তে বের হয়ে যাওয়া। সাক্ষাৎ এমন ভাবে করবে যেমন কোন পণ্য বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রির জন্য ক্রেতার পিছনে লেগে থাকে। যাতে যেকোনো মূল্যে তার পণ্য বিক্রি হয়ে যায়। এমন ভাবে ঈমান ও ঈমানহীন ভাইদের সাথে সাক্ষাত করবে। আর যে ভাই কালেমা পড়ে নিবে তার সাথে যোগাযোগ রাখবে। তার ফোন নাম্বার নিয়ে নিবে। সামনে তাকে দিক-নির্দেশনা দিবে।

উমুর-৩ সাপ্তাহিক মাশোয়ারার তরতীব কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: সাপ্তাহিক মাশোয়ারার জন্য নিজ এলাকার হিসাবে দিন এবং সময় ঠিক করবে। দীনি হালকায় শুক্রবার এবং

জেনারেল/সাধারণ হালকায় রবিবার ছুটি হয়। একদিন পূর্বে দৈনিক মাশোয়ারায় সাপ্তাহিক জোড়ের মাশোয়ারা করবে। পরের দিন সাপ্তাহিক জোড় হয়ে যেতে পারে। ওই জোড়ে নিজের সম্পর্কের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়াই উত্তম। আগত লোকজন নিজ নিজ তাকাজা সেখানে তুলে ধরবে। তাহলে তাদের জন্য কাজ করা সহজ হবে। যারা নিজ নিজ হালকায় দৈনিক মাশোয়ারায় জুড়ে, তাদেরকে কোন আমলের মাধ্যমে সাপ্তাহিক মাশোয়ারায় জোড়ানো যেতে পারে। কিছু সময় কুরআনের তাফসির করানো, কুরআন হেদায়েতের কিতাব-এই দৃষ্টিকোণ থেকে। রিসালাতের দৃষ্টিকোণ থেকে নবীজীর জীবনী পড়া। আর কিছু সময় হায়াতুস-সাহাবা তালিম করা যেতে পারে।

এরপর পুরা সপ্তাহের কারগুজারি পেশ করা। সামনে কোথায় গাস্ত হবে ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে নেয়া।

উমুর-৪: দৈনিক মাকামী ও সাপ্তাহিক গাস্তের তরতীব কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: মাকামী গাস্তের তরতীব হবে এমন, দুই-তিনজন সাথী পরস্পর মাশোয়ারায় করে যেভাবে সহজ হয় দুই একজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। এমনিভাবে সাপ্তাহিক গাস্তেও দুই-তিনজন করে বিভিন্ন জামাত তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় বের হয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবে। মনে রাখবে, গাস্তের সাথী যেন ২-৩ জনের বেশি না হয়। ইনফেরাদি দাওয়াতে মাদউর সাথে ভিড় জমিয়ে কথা না বলা। কারণ সাধারণত দেখা যায় কোন একজন কালেমা পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু লোকজনের সামনে কালেমা পড়তে সংকোচ বোধ করে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যক্তিগত দাওয়াতের প্রমাণ বেশি পাওয়া যায়। এরপর সেই লোকগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে দাওয়াতি মেহনতের জন্য পাঠাতেন।

উমুর-৫: ২৪ ঘন্টার জামাত কত সময়ের মধ্যে বের হওয়া যায়?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ২৪ ঘন্টার জামাত সপ্তাহে একবার বের করা যেতে পারে।

উমুর-৬: ছয় দিনের জামাত কত দিনের মধ্যে বের হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ৬ দিনের জামাত মাসে একবার বের হতে পারে।

উমুর-৭: দশ দিনের জামাত কত দিনের মধ্যে বের হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ১০ দিনের জামাত তিন মাসে একবার বের হতে পারে।

উমুর-৮: বিদেশের জামাত কত দিনের মধ্যে বের হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: বিদেশী জামাত বছরে দুইবার বের হতে পারে। সময় কমপক্ষে ২০ দিন, আর বেশি থেকে বেশি এক মাস। দুই দেশ বা দুই প্রদেশে ১০ থেকে ১৫ দিন কাজ করবে।

উমুর-৯: থানাওয়ারী জোড় কখন হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: সপ্তাহে একবার হতে পারে (সাপ্তাহিক)।

উমুর-১০: জেলা জোড় কখন হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: জেলা জোড় মাসে একবার; প্রথম বা শেষ রবিবার রাখতে পারেন।

উমুর-১১: বিভাগীয় জোড় কবে হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: বিভাগীয় জোড় তিন মাসে একবার (দুইদিন ব্যাপী)।

উমুর-১২: দেশব্যাপী জোড় কখন হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দেশব্যাপী ইনশাল্লাহ বছরে একবার হবে; দিল্লি অথবা ফুলাতে তিনদিন।

উমুর-১৩: জেলা, বিভাগ ও দেশব্যাপী নিজামুল আওকাত কি ধারাবাহিকভাবে হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: উত্তম হলো জোড় শুরু হওয়ার পূর্বেই জোড়ের মাশোয়ারা করে নিজামুল আওকাত ঠিক করে নিবে। যেমনটি তাবলীগ জামাতে হয়।

উমুর-১৪: দাওয়াতি তারবিয়াতি জোড়ের নিজামুল আওকাত কেমন হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দাওয়াতি তারবিয়াতের নিজামুল আওকাত দা'য়ীয়ে ইসলাম সাথীদের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করা যেতে পারে।

উমুর-১৫: মাস্তুরাতের জামাত কতদিনের জন্য বের হওয়া উচিত এবং তার উসূল ও নিয়ম-কানুন কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: মাস্তুরাতের জামাত তাবলীগ জামাতের শর্তসাপেক্ষে যেই নেজামে জামাত বের হয়, একই নিয়মে বের হওয়া উচিত যেমন একদিন, তিন দিন ইত্যাদি।

উমুর-১৬: দাওয়াতি কাজে নারীদের গুরুত্ব কী?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দাওয়াতি কাজে নারীদের গুরুত্ব অনেক। আমাদের ঐ সমস্ত ওলামা যাদের পিছনে অনেক মেহনত করার পরেও দাওয়াতি কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাদের বাড়িতে নারীদের কাছে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার (আলোর পথে) পৌঁছেছে, তা পড়ে নারীদের মধ্যে দাওয়াতি স্পৃহা তৈরি হওয়ায়, পুরুষরা আমাদের খুঁজতে থাকে। নারীদের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ হয়, আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে অনেক প্রভাব রেখেছেন। একথা মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াতি পরিবেশ তৈরি হবে না ততক্ষণ আমরা দাওয়াতি কাজে স্থির হতে পারব না। আসল জিনিসই তো হলো স্থিরতা। আর পরিবেশ তৈরি হয় পরিবার দ্বারা। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর কি হতে পারে!

মুফাসসিরগণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন, এমন দুজন নবী অতিবাহিত হয়েছেন যাদের উম্মত সবচেয়ে কম। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালাম। আর দুজন নবী এমন ছিলেন যাদের উম্মত সবচেয়ে বেশি। তারা হলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুফাসসিরগন এর মৌলিক কারণ এটা লিখেছেন, যাদের

উম্মত কম তাদের দাওয়াতি কাজে তাদের স্ত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল না। যেই নবীগনের উম্মত বেশি তাদের স্ত্রীগণ তাদের সাথে স্ব-শরীরে দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

একথা সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের মাঝে বংশধরদের মাঝে এবং পরিবারের লোকদের মাঝে দাওয়াতের আগ্রহ তৈরি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে।

আর মনে রাখবেন দাওয়াত কোরবানি চায়। আজকাল আমাদের জীবনের যে সিস্টেম চালু হয়েছে এর মধ্যে নারীদেরকে কাজে লাগানো পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে প্রশান্তির জন্য অনেক জরুরী। আমরা সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে দেখেছি স্বামি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিউটি করেন আর মহিলারা বাসায় একা থাকেন। অনেক সময় অনেক মহিলা আবেগে উত্তেজিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন দাওয়াতি কাজে লেগে গেছে, দেখা গেছে তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবার আলোকিত হয়ে গেছে। তাই নারীদেরকে দাওয়াতি কাজে লাগানো খুবই জরুরী।

উমুর-১৭: নারীদের মধ্যে কাজের কী পদ্ধতি হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: প্রত্যেক এলাকায় নারীদের জন্য দাওয়াতি কাজের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হবে।

(১) প্রত্যেক এলাকায় নারীদের জন্য সাপ্তাহিক জোড় হওয়া জরুরী।

(২) যেকোন বাড়িতে মহিলাদের তালিম হতে পারে। যেমন পুরুষদের মধ্যে হয়। নারীদের তালিম কোন মহিলা যদি করতে পারে তাহলে ভালো। অন্যথায় পর্দার সাথে কোন পুরুষ তালিম করতে পারে।

(৩) এটাও হতে পারে, তাবলীগ জামাতের শর্তসাপেক্ষে নিজ থানায় মাস্তুরাতের ২৪ ঘন্টার জামাত বের হতে পারে।

(৪) মাসে একবার সেসকল মাস্তুরাতকে অন্য এক স্থানে একত্রিত করা যেতে পারে।

(৫) এক বছরে নারীদের মধ্যে চার মাস পরপর দাওয়াতি ক্যাম্প হতে পারে।

উমুর-১৮: জামাতে বের হলে কোন কোন কিতাব তালিম হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দাওয়াতি প্রশিক্ষণ দিতে পারে এমন কোনো দা'য়ী যদি থাকে তাহলে অবশ্যই দাওয়াতি প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত। অন্যথায় শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. - এর ফাজায়েলে আমল, হেকায়েতে সাহাবা, ফাজায়েলে তাবলীগ, মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের একমাত্র চিকিৎসা, দীনী দাওয়াত কিছু প্রশ্ন কিছু বাস্তবতা, মুন্তাখাব হাদিস, হাদিয়ায়ে দাওয়াত, নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার আলোর পথে, কিছু দাওয়াতি আয়াত অনুবাদ সহমুখস্ত করা। ছোট একটি নেসাব সকল দা'য়ী অবশ্যই মুখস্থ করে নিবে।

উমুর-১৯: যেসব নারী জামাতে যাবে তাদের গাস্তের কী তরিকা হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: সেসকল নারী তার মাহরামের সাথে হসপিটাল এবং পিকনিক স্পটের মত উন্মুক্ত স্থানে যাবে। পুরুষ পুরুষদের সাথে আর নারী নারীদের সাথে কথা বলবে। এমনিভাবে সাপ্তাহিকভাবে নারীরা শুধু নারীদের জন্য দাওয়াতি কিতাবের স্টল দিতে পারে।

উমুর-২০: যেসব জামাত বের হবে তাদের অবস্থানের তরতীব কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: জামাত মসজিদ/মাদ্রাসায় অবস্থান করতে পারে। মসজিদ-মাদ্রাসায় অবস্থানের অনুমতি না পেলে কোন বাসায় অবস্থান করতে পারে। যেখানে জামাত যাবে সেখানে সাংঘর্ষিক কোনো পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়। পূর্বেই অবগত করবে এবং অনুমতি নিয়ে যাবে।

উমুর-২১: দা'য়ীগণ কোন কোন কিতাব তার অধ্যায়নে রাখতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: বারবার এই আবেদন করা হচ্ছে যে দিনের শুরুটা কুরআন মাজিদের অনুবাদ দিয়ে শুরু করবে। কুরআনকে হেদায়েত এবং দাওয়াতের কিতাব মনে করে পড়বে। বিশেষ করে নবীগণের

দাওয়াতি পদ্ধতির উপর চিন্তা-ভাবনা করবে। এতো বেশি পড়বে যেন বিষয়বস্তু গুলো দিল-দেমাগে ঘুরতে থাকে।

তাফসীরের মধ্যে মারেফুল কুরআন- মুফতি মোহাম্মদ শাফি রহমাতুল্লাহ, আনওয়ারুল বয়ান- হযরত মাওলানা মুফতি মোঃ আশেক এলাহী সাহেব, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব, তাফসীরে মাজেদী- হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল মাজীদ- এসব তাফসীর অধ্যায়ন করবে।

ঘুমানোর পূর্বে সীরাতের কোন একটি কিতাব পড়বে। মানুষ যখন কারো সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করে তখন তার কথা মনে হতে থাকে। যারা এর উপর আমল শুরু করেছে তারা অকল্পনীয়ভাবে তাদের জীবনে বরকত ও নূরানী পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপকারি। মাথার কাছে কোন সীরাতের কিতাব রাখবে। ঘুমানোর সময় তা অধ্যয়ন করবে।

প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা আছে। প্রত্যেকের মনে চায় স্বপ্নে যেন নবীজীকে দেখতে পারি। এক ব্যাক্তি বিশ-ত্রিশ বছর থেকে নবীজীর জিয়ারতের আশায় ব্যাকুল ছিল। সেই ব্যাক্তি যখন এই পদ্ধতির উপর আমল করছে, আলহামদুলিল্লাহ সেও অল্প সময়ের মধ্যে স্বপ্নে নবীজীর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সীরাতের কিতাবগুলোর মধ্যে- সীরাতে মুস্তফা, রাহমাতুল্লিল আলামিন, রাহবারে ইনসানিয়াত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনভাবে মাসিক আরমুগান নিয়মিত মুতা'আলায় রাখবে। দা'য়ীগণ ২০০ ঘন্টায় কুরআনের অর্থ শিক্ষার কোর্স পূর্ণ করবে।

উমুর-২২: দা'য়ীর মামুলাত কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: (১)তাহাজ্জুদ। হযরত মাওলানা ক্বারী সিদ্দিক সাহেব বান্দবী রহমতুল্লাহি-এর ব্যাপারে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. বলতেন, ইনি হলেন সাহাবাগণের জামাতের পিছনে পড়ে যাওয়া

মুসাফির। যাকে আমাদের যুগে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে সাহাবা এমন ছিলেন। সেই ক্বারী সাহেবের বাণী আমি আপনাদেরকে শুনাতে চাচ্ছি। তিনি বলতেন, কোন মুসলমান দীনী কাজ করবে, আর তাহাজ্জুদ পড়বে না- এটা আমার বুঝে আসে না।

দাওয়াত তো শতভাগ আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করাতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হেড অফিস থেকে মঞ্জুর না হয়, ততোক্ষণ কোন ফলাফল বের হয় না। আল্লাহর নবীর নায়েব হিসাবে দাওয়াতি কাজ করতে হবে। মনে

রাখতে হবে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাহাজ্জুদ ওয়াজীব ছিল। তাই দা'য়ীকে ওয়াজিবের পর্যায়ে তাহাজ্জুদের পাবন্দ হতে হবে। আল্লামা ইকবাল বলেন,

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی-
আত্তার হোক, রুমি হোক, হোক গাজালী
কোন কিছু হয়নি, বিনা শেষরাতের আহাজারি।

তাড়াহুড়া করে দুই চার রাকাত নামাজ পড়ে নিলাম- এটা তাহাজ্জুদ না। দা'য়ীর তাহাজ্জুদ এমন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- অর্ধরাত্র বা তার চেয়ে বেশি (সূরা মুজাম্মিল)। রাতে আল্লাহর দরবারে আবেদন করা আর দিনে খুব দাওয়াতের কাজ করা। প্রকাশ থাকে, কাজে শক্তি বা পাওয়ার তৈরি করতে হবে। আল্লাহর সামনে খুব রোনাজারি-কান্নাকাটি করতে হবে। লম্বা লম্বা রুকু-সেজদা করার চেষ্টা করবে। খুব পাবন্দির সাথে তাহাজ্জুদ পড়বে।

(২) দোয়ায়ে আনাস রা.। মদীনার এক শুভাকাঙ্ক্ষি আমাকে বলেছে; আমি নিজেও আমার জীবনের অনেক ফল পেয়েছি; সেটা হলো- দোয়া আনাস ইবনে মালেক রা.। এটাকে খুব গুরুত্ব ও পাবন্দীর সাথে সকাল-সকাল ফজরের আগে বা পরের মামুল মানিয়ে নিবে। হযরত

মাওলানা মুফতি আব্দুর রউফ সাহেব সাক্রবী দা.বা. এই দোয়াকে বিশুদ্ধ সনদে ছাপিয়েছেন।

(৩) সকালের তাসবিহাত, জিকির ও মাসনুন দোয়া সমূহ, সকাল-সন্ধ্যার দোয়া সমূহ এবং দৈনন্দিন কাজের দোয়া সমূহ; যেমন, খাবার-দাবার, সফর ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে আমল করবে।

(৪) অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিজের মতো একটি নেসাব তৈরি করে নিবে। যারা তা করতে পারে না তাদের জন্য উচিত- তারা টাইম টেবিলের একটি চার্ট তৈরি করবে। তার মধ্যে এইসব কাজের তালিকা থাকবে। যেটা হয়ে যাবে, সেখানে একটি টিক চিহ্ন দিবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক হয়ে যাবে।

উমুর-২৩: মাদউকে (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়) কোন কোন কিতাব ও কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: তাওহীদ রেসালাত আখেরাতের দাওয়াত দিবে। মাদউ যদি প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে তাকে কালেমা পড়িয়ে দিবে।

প্রথমে ১। 'আপনার আমানত আপনার সেবায়' ২। ইসলাম কী? ৩। মরণের পর কী হবে। ৪। জগত নায়ক (রাহবারে ইনসানিয়াত- এর অনুবাদ) দিবে।

৫। ইসলামের পয়গাম পাওয়ার পরও সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারছে না। কালেমা তো পড়েই নিয়েছে, কিন্তু সাহস করতে পারছে না- এমন মানুষকে 'আমরা কিভাবে হেদায়েত পেলাম' কিতাবটি দেয়া যেতে পারে। ৬। আলোর পথে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার দেয়া যেতে পারে। এ কিতাবগুলো বিশেষ করে তাদের জন্য যারা ইসলামকে বুঝে ফেলেছে কিন্তু কালেমা পড়ার সাহস করতে পারে না।

উমুর-২৪: তাদেরকে কোরআন মাজিদের কোন অনুবাদটি দেয়া বেশি উপকারী?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের অনুবাদটি দেয়া যেতে পারে। যা ১০ পারা করে প্রকাশিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ অনেক

উপকার হবে। উত্তম হলো প্রথমে তাকে ৮৬টি মক্কী সূরাগুলো দেয়া, পরে মাদানি সূরা দেয়া যেতে পারে। এই নিয়ম তৈরি হলে এটা দেয়াই উত্তম।

উমুর-২৫: মুহাজির (নওমুসলিম) ভাইদের তরতীব কিভাবে করবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: প্রথমে তাদেরকে দা'য়ী বানানোর ফিকির করা। বাস্তবেই যদি তার পিতা মাতার নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ফিকির চলে আসে, তাহলে তাকে আমলের মধ্যে লাগানো সহজ হয়ে যাবে। তাকে এভাবে বুঝানো যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যেভাবে হেদায়েত দান করেছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তেমনি ভাবে তিনি আপনার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের হেদায়েত দিতে পারেন। তারবিয়াতের জন্য যদি সময় থাকে, তাহলে চার মাস, যদি সেটাও কঠিন হয় তবে অন্তত: এক চিল্লার জন্য তাবলীগ জামাতে পাঠানো যেতে পারে।

উমুর-২৬: আমাদের দাওয়াতের পদ্ধতি কী হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: স্বদেশীয় ও স্বভাষী ভাই-বোনদেরকে দাওয়াতের পদ্ধতি হলো কোরআনের আলোকে দাওয়াত দেয়া। এটা খুব সহজ পদ্ধতি। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কোরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতির চেয়ে উত্তম পদ্ধতি হতে পারে না। কোরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা উচিত।

উমুর-২৭ : কয় প্রকারের গাস্ত হওয়া উচিত?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ১. অমুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ।

২. মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ।

৩. শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবগ (ওলামায়ে কেরাম, ডাক্তারগণ, ইঞ্জিনিয়ারগণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক নেতাবৃন্দ, অন্য ধর্মের দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গ,স্কুল-কলেজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ইত্যাদি) -এর মাধ্যমে সাক্ষাৎ করা।

৪. কবিরাজের সাথে (যারা ঝার ফুঁক করে) সাক্ষাৎ করা। তাদের কাছে অনেক অমুসলিম ভাইয়েরা আসেন। তাদেরকে দাওয়াতের বিষয়টি বোঝানো।

৫. কবর পূজারীদের সাথে সাক্ষাৎ করা। তাদেরকে বিষয়টি বোঝানো।

৬. পুরাতন সাথী যারা আগে কাজের সাথে জুড়তো। এখন কোনো কারণে জুড়তে পারে না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা।

৭. সাপ্তাহিক বাজারের দিন ধর্মীয় বইয়ের স্টল লাগানো যেতে পারে।

৮. মাসিক আরমুগান-এর সদস্য বানানো যেতে পারে।

উমুর-২৮: দাওয়াতি কাজের জন্য অন্যান্য সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে কীভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: অন্যান্য সংগঠনের লোকদেরকে দাওয়াতি কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, তাদের প্রোগ্রামে শরিক হওয়া। তাদের কাছে দোয়া চাওয়া। দিক-নির্দেশনা দেয়ার আবেদন করা। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এমনই চাইতেন আর কারগুজারী শোনাতেন।

উমুর-২৯: হযরতের মজলিসে কয়টি প্রোগ্রাম হবে? কোন শ্রেণীর লোকদের মাঝে হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ১. দাওয়াতি সাথী যারা দাওয়াতি কাজ করতে চায়, তাদের মাঝে ।

২. নারীদের মাঝে ।

৩. সাধারণ মানুষের মাঝে। এটা তো হওয়াই উচিত যে সাধারণ মানুষের তুলনায় কাজের সাথীদেরকে বেশি জুড়ানো যেতে পারে। নারীদের মধ্যে অবশ্যই আলোচনা হওয়া উচিত। অথবা পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করে নারীদেরকে পুরুষদের প্রোগ্রামে শরিক করা যেতে পারে।

আলোচনার পর তিনদিনের জামাত এবং দাওয়াতি প্রশিক্ষণের তাশকিল করা যেতে পারে। অথবা আশেপাশে যেখানে দাওয়াতি

প্রশিক্ষণ চলছে সেখানে জোড়ার জন্য দাওয়াত শেখার তাশকিল হতে পারে। যেখানে স্থানীয়ভাবে কাজ হচ্ছে, সেখানে জুড়ানোর উৎসাহ দিবে।

উমুর-৩০ : মহারাষ্ট্রে কোনো দাওয়াতি মারকাজ হওয়া উচিত, যেখানে দা'য়ীদের তরবিয়ত হতে পারে।

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ইনশাআল্লাহ এখানে দারুল উলুম সানুরী কোন নেজাম বানিয়ে নিবে।

উমুর-৩১: আল্লাহওয়ালাদের মাজারে অনেক অমুসলিম আসেন। মাজারের কর্তৃপক্ষের সাথে দাওয়াতি কাজের কী তরতীব হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: প্রথমত কিছু মিষ্টি ও কিছু হাদিয়া সাথে নিয়ে যাওয়া। এতে তাদের অন্তর খুব দ্রুত দাওয়াতের দিকে ধাবিত হবে। প্রসিদ্ধ হাদিস "হাদিয়া দাও, মুহাব্বাত বৃদ্ধি করো।" আল্লাহওয়ালাদের মাজারে বর্তমান কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে মিলে তাদেরমন-মানসিকতাকে দাওয়াতি বানানো। তাদেরকে বলা আপনারা যে বুজুর্গের উত্তরসূরী, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা দীন ও হেদায়াতের অনেক কাজ নিয়েছেন। এরপর দা'য়ীদের কোনো তরতীব বানিয়ে সেখানে দাওয়াতি মারকাজ বানানো যেতে পারে। ২. ওই বুযুর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর শিক্ষা কী ছিল, তার মিশন কী ছিল, এসব বি ষে লফলেট এসব বিষয়ে লিফলেট তৈরী করে তাদের মাঝে বিতরণ করা। তাদেরকে বলা- এই বুজুর্গ আপনারা যাকে এত ভালবাসেন ও ভক্তি করেন, তারা যে পথে চলে গেছেন, সে পথে মিলিত হন। আর তাদের মাঝে 'আপনার আমানত' দেয়া। ওরসের সময় স্থানীয় পত্রিকায় ফ্রি বই বিতরণের বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে।

উমুর- ৩২ এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, বাস স্টপেজ- এসব স্থানে দাওয়াতি বইসমূহ কোন পদ্ধতিতে পৌঁছানোযেতে পারে ?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, বাস স্টপেজ-এ গাস্ত করা যেতে পারে। আপনি হয়তো দেখেছেন,রেল-স্টেশনে পত্র-পত্রিকা ও

বইয়ের দোকান থাকে। আমরা সেসব দোকানে দাওয়াতি বই-কোরআনের অনুবাদ রাখতে পারি। সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এসব স্থানে কিতাবের স্টল লাগানো যেতে পারে। বইয়ের দোকানদারের দাওয়াতি মন মানসিকতা তৈরি করা যেতে পারে। তাকে বলা আপনি এগুলো বিতরণ করলে অনেক সওয়াব পাবেন। আবার বই বিক্রির জন্য কখনো কিছু টাকাও পেয়ে যেতে পারেন।

উমুর-৩৩: ঐ সমস্ত মানুষ যাদের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথে, তাদের দাওয়াতি মন-মানসিকতা কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: যে সমস্ত লোকদের সাথে অমুসলিমদের সুসম্পর্ক রয়েছে তাদের নিয়ে একটি জোরের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে তাদের দাওয়াতি জেহেন বানানো। তাদেরকে এ কথা বুঝানো যে, কাল কেয়ামতের দিন প্রতিবেশী অমুসলিমদের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন কি না। তাদেরকে যদি দাওয়াত পেশ না করেন, তাহলে পরকালে তারা আপনার কলার ধরবে। আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবে। তাদেরকে উৎসাহ দেয়া, তারা যেন তাদের অমুসলিম বন্ধুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। প্রাথমিকভাবে তাদের প্রত্যেকের সাথে একজন দা'য়ী পাঠানো যেতে পারে, যাতে তাদের সংকোচ কেটে যায়। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলতেন- সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত ও উচ্চশিক্ষিত লোকদেরকে ধর্মীয় গন্ডিতে দুনিয়াদার মনে করে তাদেরকে উপেক্ষা করা হয়। তাই তাদেরকে দুনিয়াদার মনে না করে, তাদেরকে দাওয়াতি কাজে লাগানো।

উমুর-৩৪: দাওয়াতি বিষয়ে ওলামাদের থেকে প্রবন্ধ লেখানো কেমন হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: খুব ভালো হবে। এর জন্য চেষ্টা করা উচিত। ওলামায়ে কেরামকে এর জন্য প্রস্তুত করানো। ওলামাদের থেকে দাওয়াতি প্রবন্ধ লেখানোর প্রোগ্রাম করা। মানুষ যখন বলে তখন তার জেহেন তৈরি হয়। আমরা তিন থেকে চারবার আরমুগানের 'দাওয়াতে ইসলাম নাম্বার' প্রকাশ করেছি। সেখানে ওলামাদের থেকে দাওয়াতী বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার আবেদন করা হয়েছিল, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আলহামদুলিল্লাহ্! যারাই লিখেছেন, তাদের দাওয়াতি মানসিকতা তৈরি হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এই কাজ অনেক আগে বাড়বে। প্রত্যেক জায়গায় এই কাজ শুরু হতে পারে।

উমুর-৩৫ দাওয়াতি কাজে কি নিজের জান-মাল লাগানোর পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: জি, অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। দাওয়াতের ময়দানে যখন জান-মাল লাগে, তখন তার মূল্যায়ন হয়। এর জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। মুমিনকে দানবীর হওয়া উচিত। ভালো কাজে খরচের অনেক ফজিলত ও লাভ রয়েছে। এর থেকে বড় কথা আর কি হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানবীর সম্পর্কে বলেছেন- দুনিয়ায় সে আল্লাহর প্রিয়, ফেরেশতাদের প্রিয়, মানুষের কাছে প্রিয় হয়, যদিও সে ফাসেক হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃপণ সম্পর্কে বলেছেন- আল্লাহর থেকে দূরে, ফেরেশতাদের থেকে দূরে, মানুষের থেকেও দূরে, যদিও সে তাহাজ্জুদগুজার হয়।

উমুর-৩৬: দাওয়াতি কাজের খরচ করার জন্য ফান্ড তৈরী করার কি তরতিব হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: প্রত্যেক দা'য়ী নিজের উপার্জন থেকে দুই ভাগের এক ভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা কিছু কম-বেশি অর্থ অবশ্যই বের করবে। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্র সাথে এমন ব্যবসায় অনেক বরকত

হবে। প্রত্যেক সাথীই নিজ নিজ ভাবে যতোটুকু পারে করবে। কখনো চাঁদা কালেকশনের কোন সুরত বানাবে না।

উমুর-৩৭: হযরত! বইয়ের অনেক সংকট থাকে; এর জন্য কী ব্যবস্থা হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: কিতাবের জন্য কিছু আহলে খায়ের এবং কাছের মানুষদের প্রস্তুত করা, যারা এর ব্যবস্থা করবে।

উমুর-৩৮: আইনি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য প্রত্যেক জেলা ও বিভাগে কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: যেখানে কিছু সমস্যা হয়, সেখানে প্রথমে তাদেরকেই দাওয়াত দেওয়া। তাহলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এই লাইনে অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট যারা দাওয়াতি মানসিকতা রাখে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা। প্রত্যেক স্থানে এমন টিম প্রস্তুত রাখবে, যে টিমে কিছু পুলিশ থাকবে। আইন- কানুন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে এমন লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখা, যাতে সময়মতো তাদের থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কোন প্রোগ্রামে ফিটব্যাক ফরমে অমুসলিম ভাইদের অভিব্যক্তিগুলো সংরক্ষণ করে তা কাজে লাগানো যেতে পারে।

উমুর- ৩৯: নওমুসলিম ভাই-বোনদের তালিম তরবিয়ত, বিবাহ-শাদী, পুনর্বাসনের পরিপূর্ণ একটি নেজাম হওয়া উচিত।

দা'য়ীয়ে ইসলাম: এর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল ভাতৃত্বের বন্ধন। এটা হল সহজ সমাধান। কোন বাড়িতে যদি চার ভাই বা চার সন্তান থাকে, তাহলে মুহাজিরকে এক ভাই এক সন্তান বানিয়ে নিলে পাঁচটি হয়ে যাবে। অন্য পদ্ধতিতেও চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলোতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না। ভ্রাতৃত্বকে গুরুত্ব দিয়ে এর প্রচেষ্টা চালানো যায়। এমনকি সঠিকভাবে এর জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করা।

উমুর-৪০ ধর্মান্তর (ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মে)কবলিত এলাকায় কাজের কী পদ্ধতি হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: দুই এক জনকে জামাতের রূপ দিয়ে, বিশেষ করে তাবলীগের সাথীদেরকে এইদিকে মুতাওয়াজ্জুহ করা। তাদেরকে ওই এলাকায় দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠানো। ইনশাআল্লাহ অনেক ফায়দা হবে।

উমুর- ৪১: মুসলিম মেয়েরা ও অমুসলিম ছেলেদের সাথে চলে যায়। এর ভবিষ্যৎ সমাধান কী?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: সাধারণত পুরো দেশেই এমনটি হচ্ছে। সাধারণত বলা হয় যে- আর,এস,এস ওয়ালারা ঘোষণা দিয়েছে যে, আমরা লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা করব; এমনটি নয়। এসব হলো মোবাইল ও ইন্টারনেটের প্রভাব। এর জন্য সর্বপ্রথম নিজ সন্তানদের জন্য দীনী তরবিয়তের ফিকির করা। আর তাদের দাওয়াতী জেহেন তৈরি করা। তাদের মোবাইল ইন্টারনেট থেকে যথাসম্ভব বিরত রাখা। তাদেরকে যদি মোবাইল দেয়া জরুরী হয়, তাহলে সময় সময় তা যাচাই করা। এরপরও যদি এমন ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে আইনি জটিলতায় পড়ার পূর্বেই তা মেনে নেয়া উচিত। বরং এর লাভ হলো এই দ্বিতীয় পক্ষ ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তাদের ইসলাম দুশমনি পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঈমানওয়ালা বানানো উচিত। ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে ছেলে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে আপনি তার মাধ্যমে তার পুরো বংশে দাওয়াত পৌঁছাতে পারবেন। আইনগতভাবে যদি আপনি মেয়েকে ফেরত নিয়ে আসেন, তাহলে ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে আবার ছেলের কাছে চলে যায়। এর বিপরীত যদি সমাধান করা হয় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

উমুর- ৪২: বিশেষ সমস্যা সমাধান বিষয়ে কিছু লোক থাকা উচিত কি?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: বিশেষ সমস্যা সমাধানে কিছু অভিজ্ঞ লোক তোথাকাই উচিত। এই মেয়েদের ব্যাপারেই মাশাআল্লাহ আমাদের দিল্লিতে ২-৩ জন দা'য়ী এমন আছে যে, তাদেরকে যাদের কাছেই পাঠিয়েছি, তাদেরকে কালেমা পড়িয়ে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছেন। আপনারাও নিজ নিজ এলাকায়

এমন দা'য়ীদের একটি টিম বানান, যে যেই লাইনের অভিজ্ঞ তাদের মধ্যে গিয়ে তারা সেই লাইনে দাওয়াতি কাজ করবে।

উমুর- ৪৩: স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দাওয়াতি কাজের কী নেজাম হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দা'য়ী বানানো। প্রসিদ্ধ আছে 'Offence is the best defence' আক্রমণ হলো উত্তম প্রতিহত করা। কোরআন তরজমার একটি সময় রাখা। আমাদের এখানে মুসলিম স্কুলে ২০ মিনিটের পিরিয়ডে প্রতিদিন তরজমার ক্লাশ হয়। সেখানে প্রথমেই ক্লাস টিচারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমাদের মাওলানা নেসার সাহেব যেকোনো স্থানে এসে টিচারদেরকে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেন। পরে সেখানে ওই শিক্ষকদের মাধ্যমে ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে তিন বছর কুরআনের অনুবাদ শেখানো হয়। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এই পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

উমুর-৪৪: কুরআন এবং মর্ডান সাইন্সের বিষয়ে অমুসলিম ভাই-বোনদের জন্য যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই পদ্ধতিতে দুই থেকে তিন জন করে, অমুসলিম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দাওয়াতি মনোভাব তৈরীর জন্য যদি এমন করা যায় তাহলে, কাজে আসতে পারে এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: ব্যাজ বা চার্ট লাগিয়ে দিলে বাচ্চাদের সুন্দর জেহেন তৈরী হয়। এটা ঠিক আছে এবং খুবই উত্তম পদ্ধতি।

উমুর- ৪৫ কিছু দা'য়ীকে বেতনভুক্ত করে শুধুমাত্র দাওয়াতি কাজের জন্য নিযুক্ত করা যায় কিনা?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: মহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ. বলতেন- ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জামাত হওয়া উচিত। এক. সৎকাজে আদেশ প্রদানকারী। দুই. কল্যাণের কাজে আহবানকারী। তিন. নাহি আনিল মুনকার। প্রথমে একটি জামাত থেকেই শুরু করি। ফুকাহাগণ লিখেছেন একটি জামাত এমন হওয়া উচিত, যারা সকল কাজ থেকে ফারেগ

হয়ে শুধু দাওয়াতের কাজ করবে। আর একটি জামাত তৈরী হয় কমপক্ষে তিন জনে। তাই প্রত্যেক শহর বা গ্রামে কমপক্ষে তিনজন দা'য়ী এমন হওয়া উচিত, যারা শুধু দাওয়াতের জন্যই ফারেগ হবেন। শহরবাসী তার হাদিয়ার ব্যবস্থা করবে।

উমুর-৪৬: মাদ্রাসার ছাত্রদের দাওয়াতি মানসিকতা তৈরীর জন্য কী সুরত হতে পারে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: শুরু থেকেই মাদ্রাসার ছাত্রদের দাওয়াতি মনোভাব তৈরি করা উচিত। বিশেষভাবে ফারাগাতের পরে এই বিষয়ে তাদের জেহেন তৈরী করা। যেখানে জোর হয়, সেই এলাকায় মাদ্রাসা থাকলে সেই মাদ্রাসার দায়িত্বশীল ওস্তাদ এবং ছাত্রদেরকে ওই জোরে সম্পৃক্ত করা। তাদের যদি দাওয়াতি জেহেন তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা তাদের শরণাপন্ন হতে পারবো। এমনিভাবে মুসলিম লেকচারারের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও কাজে সম্পৃক্ত করা উচিত।

উমুর- ৪৭: জেলা জিম্মাদার কীভাবে নির্বাচন করা হবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: নিজ নিজ এলাকায় এক বছরের জন্য আমির বানানো; কাউকে স্থায়ী আমির বানাবেন না। যেখানে তিনটি হালকা হবে; তিন হালকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জিম্মাদার ঠিক করুন।

উমুর- ৪৮: কে আমির নির্বাচন করবে?

দা'য়ীয়ে ইসলাম: একটি পদ্ধতি এও হতে পারে, আমার সাথে পরামর্শ করে আমির ঠিক করা যেতে পারে। আর যদি কোথাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তাহলে আমাকে ফোন করে বললে ইনশাআল্লাহ কোনো সাথীকে আমির নির্বাচন করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দা'য়ীর গুনাবলী

সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন দা'য়ীর জন্য ইসলামী গুণাবলী, ধর্মীয় চারিত্রিক আদব-আখলাক সম্পর্কে অবগত থাকা অনেক বেশি জরুরি। একজন দা'য়ী বা মুবাল্লেগের জন্য আমলওয়ালা হওয়া দাওয়াতি কাজে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য খুব গুরুত্ব রাখে। নিম্নে এ ধরণের কিছু গুণাগুণের আলোচনা করা হলো।

এখলাস:

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো এখলাস। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এখলাসের জন্য বাধ্য করেছেন। কোন আমল চাই যত বড়ই হউক না কেন, সেই কাজের কর্মী যত ত্যাগী হউক না কেন, যদি এখলাস না থাকে তাহলে সে কাজ গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই হাদিস অধ্যায়ন করুন যেই হাদিসে তিন দুর্ভাগা ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে। যাদের সাথে জাহান্নামের আগুন উৎলিয়ে দেয়া হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

তারা হবে কোরআনের ক্বারী, দানবীর ও মুজাহিদ। যারা নিজের জান-মাল ও সময়ের কোরবানি দিয়েছেন, যা মানুষের সবচেয়ে দামি সম্পদ। কিন্তু হাশরের ময়দানে এই তিনজনের নেকি কবুল করা হবে না; শুধু মাত্র এখলাস না থাকার কারণে।

শরীয়তের জ্ঞান

এখলাস এবং শরীয়তের জ্ঞান হলো একজন দা'য়ীর মূল সম্পদ। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন-

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১]

[1] সূরা ইফসুফ: ১০৮

অর্থাৎ দুনিয়ার কোন কাজে বা নফসের চাওয়ার দিকে না। বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র-ই দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। **বুঝে ও শুনে** সত্যের দাওয়াত পেশ করছি।

'করয়ী বসিরত'- ওই জ্ঞানের নাম, যার ভিত্তি হলো কোরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের পথ। একজন দা'য়ীর জন্য জরুরি যে, সে প্রয়োজনমাফিক জ্ঞানের অধিকারী হবে; প্রমাণাদির দ্বারা বিশুদ্ধ আকিদা, পবিত্র সুন্নত ও সিরাতুন্নবীতে সুসজ্জিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।[২]

তাকওয়া

তাকওয়ার সৌন্দর্য হলো একজন দা'য়ীর পাথেয় এবং দাওয়াতের ময়দানের সমস্ত সমস্যার সমাধান। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।[৩]

বিনিময় কামনা না করা

এটা ছিল সকল নবীগণের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? [৪]

রাসলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عملٍ إذا عملته أحبني الله

[২] সুরা ক্বাফ-৪৫

[৩] বাকরা-১৯৭

[৪] সুরা হুদ-৫১

.أحبني الناس، فقال: ((ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس))؛

হযরত আবুল আব্বাস সাহাল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমল করলে আমাকে আল্লাহ ভালো বাসবেন, মানুষও ভালোবাসবে। নবীজী বললেন- দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বন করো। আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী হও। তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।[5]

দা'য়ীর জন্য খুবই জরুরী হলো- সে পরকালের সফলতাকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিবে। আর মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে।

নরম ব্যবহার

রাসলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب الرّفق في الأمر كله)).

হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজে নম্রতা পছন্দ করেন।[6]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- নিশ্চয়ই যে কাজে নম্রতা থাকে, সেই কাজকে নম্রতা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যদি নম্রতা বের হয়ে যায়, তাহলে ওই কাজকে বদনাম করে দেয়।

উপস্থিত জ্ঞান

দা'য়ীর জন্য জরুরী যে, সে উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী হবে। শ্রোতার জ্ঞান, মানসিকতা ও তার যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী কথা বল। অন্যথায় তুমি কি চাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যারোপ করা হোক? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

[5] حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ رقم:4102، وغيره بأسانيدَ حسنة

[6] متفق عليه.

মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- তুমি যদি কোন জাতির মানসিক যোগ্যতার উপর কথা বলো, তাহলে তাদের মধ্যে অনেকেই ফিতনায় পতিত হয়ে যাবে।

সর্বদা নফসের মুহাসাবা

দা'য়ীর সফলতা ও জামানত হলো, নিয়মিত নফসের মুহাসাবা করা এবং দাওয়াতের ময়দানে নিজ দাওয়াতের মাধ্যমগুলোর উপর বার বার নজর রাখা। দা'য়ীকে নিজের দুর্বলতা ও কমতির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। পাশাপাশি সেগুলো দূর করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেই দেখবে আগামীকালের জন্য কী পাঠিয়েছো। আল্লাহকে ভয় করো; কেননা তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তায়ালা সব বিষয়ে খবর রাখেন।

সময়ের পাবন্দি

আমরা যেমন আমাদের মাত্রাতিরিক্ত সম্পদের জন্য লোভী, সলফে সালেহীনগণ এর চেয়ে বেশি জীবনের সময়ের হেফাজত করতেন। কারণ, জীবনের মুহূর্তগুলো এত মূল্যবান সম্পদ যা চলে যাওয়ার পর আর ফিরিয়ে আনা যায় না। আমরা সকলেই সময়ের গুরুত্ব জানি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এরপর আমরা আমাদের মহামূল্যবান সময়গুলোকে শৃংখলার সাথে কাজে লাগানোর পরিবর্তে অযথা অনর্থক উদ্দেশ্যহীন কাজে নষ্ট করি।

দানশীলতা

দা'য়ীর জন্য আবশ্যক হলো- সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য নিজের দানের হাত খোলা রাখবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে। কারণ, এই মানুষের উপর কর্মের অনেক প্রভাব সৃষ্টি করে। এমনিতেই পরোপকার ও দয়া ঈমানের একটি শাখা। আল্লাহ তা'আলা দয়াকে পছন্দ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আমাদের জন্য আদর্শ ও চলার পাথেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্র গরীব এবং অমুসলিমদের সাথে কতই না সুন্দর আচরণ করতেন !

মানুষের সাথে মেশা

মানুষের সাথে মিশুক হওয়া, মানুষের কাছে যাওয়া, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ। বিশেষ করে, হজ্বের মৌসুম ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় সাধারণ লোকদের সাথে সাক্ষাত করতেন, তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কারণ, দাওয়াতের দৃষ্টান্ত হলো রহমতের বারিধারার ন্যায়। সর্বদা শত্রু-মিত্র-পর বর্ষণ করে।

প্রোটোকলের দেয়াল

প্রটোকল (মানুষের সাক্ষাতের জন্য বিশেষ পদ্ধতি ঠিক করা) এর দেয়াল তৈরি করা, জন সাধারণের সাক্ষাতের সুযোগ না পাওয়া, তার সাথে সাক্ষাৎ করা কঠিন হয়ে যাওয়া, একজন দা'য়ীর জন্য মোটেও উচিত না। শারীরিক খোরাক থেকে আত্মার খোরাক মানুষের জন্য খুবই জরুরী। তাই দা'য়ীকে এর অনুভূতি দেখে সাধারণ মানুষের সাথে নরম আচরণ এবং তাদের কাছে যাওয়া উচিত।

সাহসী হওয়া

একজন দা'য়ীর মর্যাদা শান হল উচ্চপর্যায়ের সাহসী হবে। মুতাহাররিক ও সঞ্চালক ও দানবীর হবে। আর নিজেকে উম্মতের কল্যান করা নিজের দায়িত্ব মনে করবে। নিজ টার্গেটে পৌঁছার জন্য নিয়মিত চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আগ্রহী থাকা একজন দা'য়ীর বৈশিষ্ট্য। করণ মমিন কল্যান ও ভালো কাজে কখনো তৃপ্তি হয় না।

নিজ অন্তরকে পরিষ্কার রাখবে

একজন দা'য়ীকে বদগুমানী, কিনা, হিংসা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সকল মানুষের ব্যাপারে অন্তরকে পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে নিচের হাদীসটি অধ্যায়ন করুন।

হযরত সা'দ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন জান্নাতি বলে সুসংবাদ

দিয়েছেন। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার বাড়িতে ধারাবাহিকভাবে তিন দিন মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এমন কী আমল করেন যার ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন? তিনি বলেন, এটাই আমার আমল আপনি যা দেখেছেন। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন উনার থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিলাম, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনি যা দেখেছেন এই আমার আমল। তবে এছাড়া
আরও দুটি আমল করি। তা হলো- কোন মুসলমানের ব্যাপারে কিনা রাখি না। কারো ভালো সুখে হাসাদ বা হিংসা করি না। যা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে দান করেছেন, তা থেকে আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্তও পবিত্র রাখি।
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-
এই জিনিসই আপনাকে এত উঁচু মর্তবায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এই ঘঁনা থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করার ফজিলত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে সকল প্রকার মন্দ থেকে পরিষ্কার রাখুন। আমিন।

আবেদন

সকল দা'য়ীগণ এবং দাওয়াতি সাথীদের কাছে সবিনয় অনুরোধ এই যে, নিজ নিজ এলাকায় হযরত দা'য়ীয়ে ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম-এর দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন এবং নীতিমালা অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করি। আর আমরা এই নেজামের উপর আমল করার চেষ্টা করি।

সমাপ্ত